গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার কক্ষে শহিদুর রহমান স্বপনকে ঝুলিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৯ অগাষ্ট ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানার পুলিশ সদস্যরা গোসাত্রা গ্রামের দেওয়ান মজিবুর রহমান এবং শেফালী বেগমের ছেলে দেওয়ান শহিদুর রহমান স্বপনকে (৩৬) মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। থানা পুলিশ মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য স্বপনকে রশি দিয়ে হাত বেঁধে সিলিং ফ্যানের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে নির্যাতন করে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

অভিযোগের কারণে পুলিশের তদন্ত টিম গঠন করা হয়। তদন্ত টিম অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- স্বপনের পরিবার
- আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ (১) দেওয়ান শহিদুর রহমান স্বপনকে থানার কক্ষে ঝুলিয়ে পেটানো হচ্ছে।
সৌজন্যেঃ দৈনিক যুগান্তর ও প্রথম আলো পত্রিকা।

দেওয়ান শহিদুর রহমান স্বপন, নির্যাতিত ব্যক্তি

দেওয়ান শহিদুর রহমান স্বপন অধিকারকে জানান, ১৭ অগাষ্ট ২০১১ রাতে তিনি পারিবারিক প্রয়োজনে এক আত্মীয়ের বাসায় যাচ্ছিলেন। পথে জাকারিয়া মোঃ জিন্নাত আলী

নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, যিনি ঢাকার ধামরাই থানার উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একটি মোটর সাইকেল নিয়ে সেই এলাকায় এসেছিলেন যা হারিয়ে গেছে বলে তাঁকে জানানো হয়। জাকারিয়া তাঁকে অনুরোধ করে বলেন যে, যেহেতু তিনি স্থানীয় লোক তাই তাঁকে মোটর সাইকেলটি খোঁজ করে দেয়ার জন্য সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন।

স্বপন তখন জাকারিয়াকে বলেন, মোটর সাইকেলের কাগজপত্র নিয়ে স্থানীয় থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী (জিডি) করে একটি ফটোকপি তাঁকে দিতে। তিনি জাকারিয়াকে আরো বলেন, এখন রাত জরুরী প্রয়োজনে আত্মীয়ের বাসায় যাচ্ছেন। দিনের বেলা হলে তিনি এলাকার মুরুব্বীদের বিষয়টি জানাবেন এবং সকলের সহযোগিতা নিয়ে মোটর সাইকেলটি খোঁজার জন্য চেষ্টা করবেন। এরপর আবার জাকারিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হলে জাকারিয়া তাঁকে মোটর সাইকেলটি খুঁজে দেয়ার জন্য আবার অনুরোধ করেন।

তখন তিনি জাকারিয়াকে মোটর সাইকেলের লাইসেন্সসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁকে দিতে বলেন। কিন্তু জাকারিয়া তাঁকে কাগজপত্র দিতে ব্যর্থ হন। তিনি জাকারিয়াকে আরো বলেন, মোটর সাইকেল খোঁজার জন্য এলাকার অনেক লোকের কাছে যেয়ে বিষয়টি জানাতে হবে। কিন্তু যাতায়াত করার জন্য তাঁর কাছে কোন ভাড়া নেই। তাই জাকারিয়ার কাছে ভাড়া বাবদ কিছু টাকা চান। তিনি বলেন, ভাড়া বাবদ টাকা চাওয়াতে জাকারিয়া তাঁকেই মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় জড়িত হিসেবে সন্দেহ করেন।

স্বপন অধিকারকে আরো বলেন, জাকারিয়ার ধারণা হয় তিনিই মোটর সাইকেলটি লুকিয়ে রেখে তা ফেরত দেয়ার বিনিময়ে টাকা চেয়েছেন। ১৯ অগাষ্ট ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় তিনি কালিয়াকৈর বাজারে তাঁর সন্তানদের জন্য জামা-কাপড় কিনতে যান। তখন জাকারিয়া তাঁকে মোবাইল ফোনে কল করে বলিয়াদী বাজারে যেতে বলেন। তিনি বাজারে কেনাকাটায় ব্যস্ত রয়েছেন এবং পরে যোগাযোগের কথা বললে জাকারিয়া তাঁকে এখনই যাওয়ার অনুরোধ করেন। জাকারিয়ার অনুরোধে তিনি একটি টেম্পোতে করে বলিয়াদী বাজারের দিকে রওনা হন।

স্বপন অধিকারকে জানান, দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় তিনি বলিয়াদী বাজারে পৌঁছামাত্রই জাকারিয়া এক পুলিশ সদস্যকে নিয়ে তাঁর কাছে আসে এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হয়।

তিনি জানতে পারেন, ঐ পুলিশ সদস্য কালিয়াকৈর থানার এসআই মুরাদ আলী শেখ।

এসআই মুরাদ আলী শেখ তাঁকে কোন কথা বলতে না দিয়ে থানায় নিয়ে যায়। কি কারণে তাঁকে থানায় নেয়া হলো এ ব্যাপারে তিনি এসআই মুরাদ আলী শেখের কাছে জানতে চান। তখন এসআই মুরাদ আলী শেখ তাঁকে বলেন, জাকারিয়া বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা ব্যক্তিদের

আসামী করে মোটর সাইকেল চুরি হওয়ার মামলা করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যার নম্বর ২৪; তারিখঃ ১৯/০৮/২০১১। এরপর থানা হাজতে তাঁকে ৩/৪ ঘন্টা আটকে রাখা হয়। সন্ধ্যা হলে এসআই মুরাদ তাঁকে হাত বেঁধে পেটান এবং চুরি যাওয়া মোটর সাইকেলটি তাঁকে উদ্ধার করে দিতে বলেন।

তিনি বলেন যে, তিনি কোন চোর নন এবং মোটর সাইকেল তিনি চুরিও করেননি। এসআই মুরাদ তাঁর কোন কথাই শোনেননি। বরং তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল এবং পেটাতে পেটাতে জানতে চান, মোটর সাইকেল চুরির সময় তাঁর সঙ্গে কে কে ছিল, এলাকাতে আর কারা লাইসেন্স বিহীন মোটর সাইকেল চালায় তাদের নাম জানতে চান। এছাড়া মোটর সাইকেল চুরির বিষয়টি স্বীকার করতে বলেন। তিনি স্বীকার না করায় এসআই মুরাদ আলী শেখ আরো দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে এসে তাঁর হাত দুইটি সামনে রশি দিয়ে বাঁধেন। হাত বাঁধা অবস্থায় তাঁকে চেয়ারের ওপরে ওঠান এবং সিলিং ফ্যানের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে পায়ের নিচ থেকে চেয়ার সরিয়ে ফেলেন। ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে কাঠের লাঠি দিয়ে বেধরক পেটাতে থাকেন। এক পর্যায় এসআই মুরাদ তাঁর কাছে ৫০,০০০ টাকা দাবী করেন। ৫০,০০০ টাকা এসআই মুরাদকে দিলে তাঁকে চালান না দিয়ে ছেড়ে দিবেন বলে জানান। কিন্তু এত টাকা দেয়ার সামর্থ তাঁর নেই বলে জানান।

২০ অগাষ্ট ২০১১ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় এসআই মুরাদ হাজতখানা থেকে তাঁকে বের করে অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আমির হোসেনের কাছে নিয়ে যান। ওসি আমির হোসেন মোটর সাইকেল চুরির ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বলেন, এলাকার কোন লোক হয়তো উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ও ষড়যন্ত্র মূলকভাকে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সহযোগিতা করেছে। তিনি চোর নন এবং মোটর সাইকেল চুরির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। ওসি আমির হোসেন তাঁর কোন কথা না শুনে উপরন্তু চুরির ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততা ও দায়িত্ব স্বীকার করতে বলেন। এছাড়া চুরির কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাকে নির্যাতনের নিদের্শ দেন। এরপর বিভিন্নভাবে তাঁকে নির্যাতন করেন।

১৯ অগাষ্ট ও ২০ অগাষ্ট ২০১১ দিন রাত এভাবে বিভিন্ন কায়দায় তাকে নির্যাতন করা হয় বলে জানান।

তিনি বলেন, ২১ অগাষ্ট ২০১১ এসআই মুরাদ আলী শেখ তাঁকে আদালতে পাঠান। আদালত তাঁকে জেল হাজতে পাঠান। ২৪ অগাষ্ট ২০১১ তিনি আদালত থেকে জামিনে বেড়িয়ে আসেন।

তথ্যানুসন্ধানকালে স্বপন তাঁর পায়ে পেটানোর চিহ্ন এবং হাতের কব্জির ওপর রশি দিয়ে বাঁধার কালসিটে দাগ দেখান।

২৯ নভেম্বর ২০১১ এ তিনি অধিকারকে জানান, এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৩/১০/২০১১ তারিখে আদালতে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছেন। প্রতিবেদন নম্বর ৬৯।

শেফালী বেগম (৫০), স্বপনের মা

শেফালী বেগম অধিকারকে জানান, ১৯ অগাষ্ট ২০১১ দুপুর ৩.০০টায় স্বপন কালিয়াকৈর বাজারে ঈদের কেনাকাটা করতে যায়। সেখান থেকে মোটর সাইকেলের মালিক জাকারিয়ার সহযোগিতায় এসআই মুরাদ স্বপনকে ধরে থানায় নিয়ে নির্যাতন করে। মোটর সাইকেল চুরি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর ছেলে জড়িত কিনা তা সঠিকভাবে যাচাই না করেই তাঁর ছেলেকে অভিযুক্ত করা হয়। চুরি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর ছেলের সম্পৃক্ততার বিষয়কে মিথ্যা ও শত্রুতামূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, স্থানীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে তাঁর ছেলে স্বপনের কার্যক্রম পরিচালনাকে অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। যারফলে তাঁর পরিবার ও স্বপনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এধরনের একটি মিথ্যা ও সাজানো ঘটনায় জড়ানো হয়েছে বলে জানান।

নজরুল ইসলাম বাদল, স্বপনের মামা

নজরুল ইসলাম বাদল অধিকারকে জানান, ১৯ অগাষ্ট ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় স্বপনকে বলিয়াদী এলাকা থেকে ধরে নিয়ে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ নির্যাতন করে বলে তিনি পরিচিত লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারেন। এরপর তিনি কালিয়াকৈর থানায় যান এবং অফিসার ইনচার্জ মোঃ আমির হোসেনের সঙ্গে দেখা করে নিজেকে স্বপনের মামা পরিচয় দিয়ে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বপনকে তখন থানা পুলিশ ছাড়েনি।

মীর রবিউল ইসলাম, প্রত্যক্ষদর্শী

মীর রবিউল ইসলাম অধিকারকে জানান, তিনি দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার প্রতিনিধি। ১৯ অগাষ্ট ২০১১ রাত আনুমানিক ৯.৩০টায় তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনে কালিয়াকৈর থানায় যান। তিনি দেখতে পান, স্বপন নামে এক ব্যক্তিকে উপপরিদর্শকের কক্ষে রশি দিয়ে হাত বেঁধে সিলিং ফ্যানের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর উপস্থিতিতে পুলিশ সদস্যরা তখন ঝুলন্ত অবস্থা থেকে স্বপনের হাতের রশি খুলে দেন।

এসআই মুরাদ আলী শেখ, কালিয়াকৈর থানা, গাজীপুর

এসআই মুরাদ আলী শেখ অধিকারকে জানান, জাকারিয়ার দায়ের করা মামলার সন্দেহ জনক আসামী হিসেবে ১৯ অগাষ্ট ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় তিনি বলিয়াদী বাজার থেকে স্বপনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, স্বপনকে মারধর করা হয়নি, ফ্যানের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে পেটানোর কথা অসত্য। থানার অভ্যন্তরে উপপরিদর্শকের কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে স্বপনকে নির্যাতন করার সংবাদ ছবিসহ দৈনিক যুগান্তর ও প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার বিষয় উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে এটা একটা

শত্রুতামূলক অপপ্রচার মাত্র। তিনি বলেন, কে বা কারা স্বপনকে নিয়ে নির্যাতনের ছবি তুলেছে তা তিনি জানেন না। তাঁর কক্ষে এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। স্বপনের স্বীকারোক্তির কারণেই তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি নিশ্চিত হয়ে বলেন, মোটর সাইকেল স্বপনের কাছে রয়েছে। মোটর সাইকেল মালিক জাকারিয়ার কাছে স্বপন পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল এবং টাকা দেয়া হলে মোটর সাইকেল ফেরত দেয়ার কথা সে বলেছিল।

এসআই মুরাদ আরো বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২১ অগাষ্ট ২০১১ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে।

এসআই মোঃ হাসান, কালিয়াকৈর থানা, গাজীপুর

এসআই মোঃ হাসান অধিকারকে জানান, ১৯ অগাষ্ট ২০১১ তারিখের দায়েরকৃত ২৪ নম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মুরাদ আলী শেখ সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ার পরে অফিসার ইনচার্জ তাঁকে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন। সোর্স নিয়োগ করে তিনি মামলাটির তদন্ত করছেন।

২৯ নভেম্বর ২০১১ তিনি অধিকারকে জানান, চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদনে স্বপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গাজীপুর

মোঃ মিজানুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৯ অগাষ্ট ২০১১ কালিয়াকৈর থানায় স্বপন নামে এক লোককে পুলিশ সদস্য কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে জেলা পুলিশ সুপার তাঁকে প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব দেন। তিনি প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে ২১ অগাষ্ট ২০১১ অভিযুক্ত এসআই মুরাদ আলী শেখকে কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। পরে পুলিশ সুপার অধিকতর তদন্তের জন্য তিনিসহ সহকারী পুলিশ সুপার আবুল হোসেন এবং সহকারী পুলিশ সুপার আক্তারুজ্জমানকে নিয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন।

তিনি বলেন, তাঁরা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলেন এবং তদন্ত করে স্বপনকে নির্যাতনের প্রমাণ পান, যা তাঁরা তদন্ত প্রতিবেদন আকারে পুলিশ সুপার বরাবর জমা দিয়েছেন।

অধিকার থানা হেফাজতে ঘটা এই নির্যাতনের ব্যাপারে সব দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবী জানাচ্ছে, না হলে দায় মুক্তির কারণে সমাজে আইনের শাসন ভেঙ্গে পড়বে।

-সমাপ্ত-